POVERTY

ক্রিশ্চিয়ান এইড
অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ) বাস্তবায়ন সহায়িকা

CHRISTIAN AID
PARTICIPATORY VULNERABILITY AND CAPACITY ASSESSMENT (PVCA)
FACILITATOR'S GUIDE

christian aid

বিষয়বস্তু

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

অধ্যায়-১ : মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএ অনুশীলনের নির্দেশিকা

অধ্যায়- ২: পিভিসিএর জন্য সম্ভাব্য টুলস ও এর ব্যবহার

অধ্যায়- ৩: জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ) বাস্তবায়ন সহায়িকা

প্রকাশ: মার্চ ২০১২

স্বত্ব: ক্রিশ্চিয়ান এইড

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫১৪৮-০

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান

গবেষণা ও সম্পাদনা
জাহিদ হোসেন
হাসিনা আক্তার মিতা
এস এম শিহাবুল ইসলাম
মেহেদী হাসান শিশির

প্রাক–কথন

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চল কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। একই সাথে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ) একটি কার্যকরী হাতিয়ার যা যৌথ কর্মকাণ্ডে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নে প্রভাব রাখে, জনগোষ্ঠীকে তাদের ঝুঁকি ও এর অন্তর্নিহিত উপাদান সম্পর্কে বুঝতে এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সুযোগগুলো চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলে। ক্রিশ্চিয়ান এইড ও এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে উপকারভোগীদের কাছে আরো বেশি দায়বদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে এবং তাদের যৌথ লক্ষ্য (যেমন- জীবিকার নিরাপত্তা, সুশাসন এবং সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি) অর্জনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ক্রিশ্চিয়ান এইড পিভিসিএ'র বাংলা সংস্করণ ও এটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য একটি বাস্তবায়ন সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। আর এই উদ্যোগে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে নিরাপদ।

আশা করছি যে, ক্রিশ্চিয়ান এইড ও এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএ'র সঠিক ব্যবহার শুধু দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর প্রকল্প তৈরীতেই নয়, দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করবে। এটি জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর মালিকানা ও অংশগ্রহণও বৃদ্ধি করবে।

পিভিসিএ বাংলা সংস্করণ ও বাস্তবায়ন সহায়িকা প্রণয়নে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সাজ্জাদ মোহাম্মদ সাজিদ
কান্ট্রি ডিরেক্টর
ক্রিশ্চিয়ান এইড, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

জনগোষ্ঠীর কর্ম পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্য কাঠামোবদ্ধভাবে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের জন্য ক্রিশ্চিয়ান এইড পিভিসিএ অনুশীলন সুপারিশ করে। কারণ ক্রিশ্চিয়ান এইড মনে করে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় দৃষ্টিভঙ্গি নবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ক্রিশ্চিয়ান এইড সকল অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন উপযোগী দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ক্লাইমেট স্মার্ট ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-সিএসডিআরএম) এ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে। এর লক্ষ্য হলো একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, দারিদ্র ও বিপদাপন্নতার কাঠামোগত কারণসমূহ নিরূপণ এবং পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রসার করা।

পিভিসিএ একটা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া। এটা তিন থেকে পাঁচ জনের একটা দলের সহায়তায় পরিচালিত অনেকগুলো কাজের সমন্বয় যা জনগোষ্ঠীকে তাদের ঝুঁকি, সমস্যা ও অন্তর্নিহিত বিপদাপন্নতা এবং তা অতিক্রম করার জন্য যেসব সম্পদ ও দক্ষতা ব্যবহার করা সম্ভব সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা কর্মপরিকল্পনা পাওয়া যায়; জনগোষ্ঠী যে সমস্যাগুলো জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ও এর বাস্তবায়নে যেসব সম্পদ দরকার হবে তার বিবরণ এতে থাকে।

প্রক্রিয়া

পিভিসিএ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীই মুখ্য; তাই এই অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষের কথা শোনা বিশেষ জরুরি। এতে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; ফলে, যেসব সিদ্ধান্ত তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো তারা নির্ধারণ করতে পারে। পিভিসিএ এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ (যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ও সাক্ষর বা নিরক্ষর) তাদের সমস্যা, দারিদ্র্যের কারণ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলো বুঝতে পারে। পিভিসিএ'র প্রতিটা পর্যায়, বিশেষ করে, মাঠ পর্যায়ের কাজ, এমন স্বচ্ছ ও সরল হতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সকলকে তা সহজেই বোঝানো যায়। পিভিসিএ অনুশীলন প্রক্রিয়া ও এই প্রক্রিয়ালব্ধ ফলাফল, দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিকমত করতে পারলে দৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যাবে এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচী ও প্রকল্প হবে অংশগ্রহণমূলক, সহজসাধ্য ও টেকসই।

ফলাফল

পিভিসিএ ও এ থেকে প্রাপ্ত কর্মসূচীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ সহনশীলতা[1] বৃদ্ধি। ব্যক্তিভেদে এই সহনশীলতার রূপ ভিন্ন। এটা হতে পারে প্রাকৃতিক আপদ মোকাবেলা করা বা জলবায়ু পরিবর্তনে টিকে থাকার ক্ষমতা অথবা ক্ষুধা, দারিদ্র্য বা রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার সক্ষমতা। প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে বিপদাপন্নতার ধরণ ভিন্ন এবং তারা এটা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা হিসাবেই দেখে থাকে। জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো একটার সাথে আরেকটা এতটাই জড়িত যে এদের মূল কারণগুলো আলাদাভাবে বের করা কঠিন। পিভিসিএ'র মাধ্যমে ধাপে ধাপে কারণগুলো গোচরে আসে ও এর ফলে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা ও প্রকল্প পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

[1]Resilience: The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions_ UNISDR

পিভিসিএ'র মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নে পাঁচটি পর্যায় রয়েছে। নিচের সারণিতে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

পর্যায়	ক) প্রস্তুতি	খ) মাঠের কাজ	গ) বিশ্লেষণ	ঘ) কর্মসূচী পরিকল্পনা	ঙ) ফলোআপ
প্রধান কাজ	জনগোষ্ঠীর সাথে ঠিকমত অনুশীলনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ- ক) জনগোষ্ঠীকে ভালোভাবে জানা; খ) জনগোষ্ঠী ও অংশগ্রহণকারীদের জানানো; গ) সঠিক ব্যবহারের জন্য টুলগুলো রপ্ত করা ও পরিভাষা অনুবাদ করা; ঘ) কর্মীদলের দক্ষতা নিশ্চিত করা।	অংশগ্রহণমূলক টুল ব্যবহার করে জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখা- ক) বিপদাপন্নতার ধরণ ও বিস্তৃতি; খ) সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যমান সম্পদ, দক্ষতা ও কৌশলসমূহ; গ) তথ্য ঘাটতি, যেমন- গবেষণালব্ধ তথ্য, বাজার বিশ্লেষণ বা নীতি বিশ্লেষণ।	প্রাপ্ত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করা- ক) জনগোষ্ঠী যেসব ঝুঁকি ও সমস্যার মুখোমুখি হয়; খ) জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার কারণ; গ) জনগোষ্ঠীর কী সক্ষমতা আছে। এছাড়া, বিশ্লেষণ কাজে সরকারি কর্মচারি ও জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করলে ভালো হয়।	জনগোষ্ঠীকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও তার সমাধানে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে সাহায্য করা। জনগোষ্ঠী যা করবে তা হলো- ক) দুর্যোগ সহনশীল করার জন্য কাজগুলো নির্ধারণ করা; খ) কাজগুলো কতটা বাস্তবসম্মত তা নির্ধারণ করা; গ) প্রয়োজনীয় সম্পদ, দায়িত্ব বণ্টন ও সময়সূচীর বিবরণসহ কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা।	এটা প্রকল্প বাস্তবায়ন কালের কাজ- ক) আরও কী তথ্য লাগবে নির্ধারণ করা; খ) জটিল বিষয় বিশ্লেষণ করার জন্য বাইরের সাহায্য আনা; গ) মনিটরিং ও শিখন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এই সহায়িকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতাসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীতে পিভিসিএ অনুশীলনে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ ও তার সহযোগী সংস্থার কর্মীদের সহায়তার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এতে পিভিসিএ'র সাথে সরাসরি যুক্ত কর্মীর জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও জনগোষ্ঠী নির্বাচন সম্পর্কিত কয়েকটি সহায়ক প্রশ্ন, ক্রিশ্চিয়ান এইডের প্রোগ্রামের আলোকে সম্ভাব্য টুলসের তালিকা এবং মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএ পরিচালনার জন্য কিছু টিপস উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এতে সম্ভাব্য টুলসগুলোর ব্যাখ্যা ও তাদের প্রয়োগ কৌশলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

পরিভাষা

পরিবেশ ও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে পরিভাষা ভিন্নরূপে ব্যবহার হতে পারে। পিভিসিএ অনুশীলনের জন্য পরিভাষা ও এর অনুবাদ ব্যবহারে একমত হওয়া জরুরি।

আপদ - প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ঘটনা যা জীবন, সম্পদ বা কাজকর্মের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ও দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় 'অভিঘাত[২]', 'দুর্যোগ', 'সংকট', 'বিঘ্ন' বা 'দুর্দশা' দ্বারাও আপদ বোঝানো হয়।

বিপদাপন্নতা - আপদের দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা বোঝায়। অনেক সময় সমস্যা বা ঝামেলার কারণ হিসাবে 'বিপদাপন্নতা' ব্যবহার করা হয়।

ঝুঁকি - আপদের কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা। অনেক সময় 'সমস্যা', 'ভীতি', 'বিপদ' বা 'ঝামেলা' দ্বারা ঝুঁকি বোঝানো হয়।

সক্ষমতা - আপদ মোকাবেলা করার ক্ষমতা। অনেক সময় 'শক্তি', 'সম্পদ', 'কর্মক্ষমতা' বা 'ভৌতকাঠামো' দ্বারা সক্ষমতা বোঝানো হয়।

দুর্যোগ - দুর্যোগ এমন এক প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা হঠাৎ কিংবা ধীরে ধীরে ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগতের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এবং মানুষকে এমন অসহায় করে তোলে যা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

জীবিকা - জীবন ধারণের কর্মক্ষমতা, সম্পদ ও কার্যাবলী। অনেক সময় পেশা বা আয়মূলক কাজ বোঝানো হয়।

সহনশীলতা - ঝুঁকি মোকাবেলা, দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া বা নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারা।

অভিযোজন - অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সে পরিস্থিতি উত্তরণে গৃহীত কৌশলকে জলবায়ু ঝুঁকি অভিযোজন বলা হয়।

ঝুঁকিহ্রাস - ঝুঁকি পরিবেশ সম্পর্কে জানা ও তার ব্যবস্থাপনা করাই হল ঝুঁকিহ্রাস। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা নতুনভাবে পরিকল্পনা বা বাস্তবায়ন করতে হয়, বরং প্রতিনিয়ত আমরা যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি, সেগুলো করার সময় সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে কার্য সম্পাদন করাই হল ঝুঁকিহ্রাস।

[২]Shock

পিভিসিএ অনুশীলনে জবাবদিহিতা অঙ্গীভূতিকরণ

পিভিসিএ জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতা বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োগ, অনুসন্ধান ও একমত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

পিভিসিএ অনুশীলন পরিকল্পনাকালে	পিভিসিএ অনুশীলন পরিচালনাকালে	পিভিসিএ অনুশীলন সমাপ্তিকালে
নিজেদেরকে জবাবদিহিতার উদাহরণ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য পিভিসিএ অনুশীলন পরিকল্পনার শুরুতেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে- **তথ্য বিনিময়** জনগোষ্ঠীতে প্রবেশের সময় নিশ্চিত করতে হবে যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য জানানো হয়- • ক্রিশ্চিয়ান এইড ও সহযোগী সংস্থার পটভূমি; • যোগাযোগের বিবরণ; • কর্মীদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও প্রত্যাশিত ব্যবহার; • পিভিসিএ'র উদ্দেশ্য, সময়সূচী ও প্রত্যাশিত ফলাফল; • ফলোআপ প্রত্যাশা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। **অংশগ্রহণ** • আগে থেকেই জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্ন দল ও সামাজিক প্রভাব কাঠামো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে এমনভাবে অনুশীলনের পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সকলেই নির্বিঘ্নে অংশ নিতে পারে; যদি নারী ও পুরুষ আলাদাভাবে কোন অনুশীলন করে তাহলে, উভয় দল একই বৈঠকে প্রতিবেদন পেশ করে ও আলোচনা করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। • সহায়কের দক্ষতা খাটো করে দেখা উচিৎ নয়; একজন দক্ষ সহায়ক এমনভাবে আলোচনা পরিচালনা করতে পারেন যাতে সকলের মতামত প্রদানের সুযোগ হয়। **ফিডব্যাক ও অভিযোগ গ্রহণ** আগে থেকেই ঠিক করতে হবে যাতে পিভিসিএ অনুশীলন চলাকালে সকলের ফিডব্যাক গ্রহণ করা যায়। এর জন্য- • একটা সহজ ব্যবস্থা করা যাতে দিন শেষে প্রত্যেকে ফিডব্যাক দিতে পারে; • একটা 'সাজেশন বাক্স' থাকতে পারে অথবা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকতে পারে যে মৌখিক ফিডব্যাক গ্রহণ করবে; • প্রতিদিনের ফিডব্যাকের উপর আলোচনা করতে হবে ও সবাইকে জানাতে হবে এ বিষয়ে কী করা যাবে আর কী করা সম্ভব নয়।	পিভিসিএ অনুশীলন পরিচালনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে- **জবাবদিহিতার চাহিদা অনুধাবন** জনগোষ্ঠীতে জবাবদিহিতা বর্তমানে কিভাবে জারি আছে ও কিভাবে তা আরও জোরদার করা যায় অনুশীলনের সময় তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। একটা প্রশ্নমালার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে- **কিভাবে তথ্য বিতরণ করা হয়েছে** • কিভাবে আপনি এই অনুশীলন সম্পর্কে জেনেছেন? কার মাধ্যমে? তারা আপনাকে কী জানিয়েছে? আপনাদের মধ্যে কে কে এ সম্পর্কে তথ্য পাননি? • প্রকল্প ও সহযোগী সংস্থা সম্পর্কে আপনি কী জানতে চান? • সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য কী তথ্য আপনার জানা দরকার? • আপনি কিভাবে তথ্য পেতে চান? • তথ্য জানার ক্ষেত্রে বাধাগুলো কী? (নিরক্ষরতা? দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা?) **কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়ে থাকে?** সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করা। • কে কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যুক্ত ছিল? • কে কে মতামত দেওয়ার জন্য ডাক পেয়েছিল? মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল কী? • এই সমাজে কোন কোন আর্থ-সামাজিক দল রয়েছে? এদের মধ্যে কারা এই অনুশীলনে অংশগ্রহণ করছে না? কেন অংশগ্রহণ করছে না? • এই সমাজে সিদ্ধান্ত নিতে কাদের অংশগ্রহণ জরুরি বলে আপনি মনে করেন? **কীভাবে ফিডব্যাক ও অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়?** • এই সমাজে কোন বিষয় আপনার পছন্দ না হলে আপনি কী করেন? • আপনার প্রতিক্রিয়া জানানোর পরে কী ঘটেছিল? • কী রকম ব্যবস্থা থাকলে আপনি সহজে ফিডব্যাক দিতে ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারবেন? • আপনার অভিযোগের প্রতিবার্তা আপনি কিভাবে পেতে চান?	কী ধরনের প্রকল্প হতে পারে তা জেনে গেলে ও সকলে কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে একমত হলে, এর ভিত্তিতে পিভিসিএ অনুশীলন সমাপ্তিকালে জবাবদিহিতার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে। **তথ্য বিনিময়** • কী তথ্য বিতরণ করা হবে? • কে কে এই তথ্য পাবে? • কী পদ্ধতিতে ও কার মাধ্যমে এই তথ্য দেওয়া হবে? • কখন এই তথ্য দেওয়া হবে? • কিভাবে জানা যাবে যে লোকেরা এই তথ্য পেয়েছে? **অংশগ্রহণ** • প্রকল্পের প্রতিটা কাজের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে (যেমন, রাস্তা নির্মাণ- কোথায় নির্মিত হবে; কত দীর্ঘ হবে; কী উপকরণ লাগবে; জনগোষ্ঠী কী দিবে, ইত্যাদি)? • সিদ্ধান্ত গ্রহণে কে কে যুক্ত থাকবে? • কখন এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? • কিভাবে জনগোষ্ঠীর সবাইকে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হবে? **ফিডব্যাক ও অভিযোগ গ্রহণ** • জনগোষ্ঠী কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করতে পারবে? • কিভাবে তার অভিযোগ জানাবে? • কিভাবে তারা জানবে যে তাদের অভিযোগ বিবেচনা করা হয়েছে? • কিভাবে জানা যাবে যে সকলে এই অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বুঝতে পেরেছে?

প্রথম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএ অনুশীলনের নির্দেশিকা

এটা শুরু করার আগে, সহযোগী এনজিও'র কর্মী ও সহায়ক মাঠকর্মীর সাথে, প্রাথমিক কাজগুলো সেরে নিতে হবে। এই প্রাথমিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১) **অনুশীলনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** কাজটি সুনির্দিষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ বিশেষ জরুরি; এর মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মাঝে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

২) **জনগোষ্ঠী নির্বাচন:** একটা সাধারণ মাপকাঠি ব্যবহার করে জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হয়; এই কাজের জন্য কী পরিমান সম্পদ পাওয়া যাবে ও কাজটা কত গভীরভাবে করা হবে, এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করে ঐ সাধারণ মাপকাঠি তৈরী করা হয়।

৩) **পদ্ধতি নির্ধারণ:** পিভিসিএ অনুশীলন থেকে ঠিক কী ফলাফল আশা করা হচ্ছে ও কাজের ফলাফল কিভাবে ব্যবহার হবে, সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা আর সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রচলিত পিআরএ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়।

ক্রিশ্চিয়ান এইড পিভিসিএ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতাসহ জীবন ও জীবিকার ঝুঁকিগুলো বুঝতে ও তা নিরসন করার জন্য কর্মপরিকল্পনা করতে সহায়তা দেয়। পিভিসিএ প্রক্রিয়ায় আলোচনা ও বিশ্লেষণ কাঠামোবদ্ধ করার জন্য নিম্নোল্লেখিত টেকসই জীবিকা কাঠামো ব্যবহার করে।

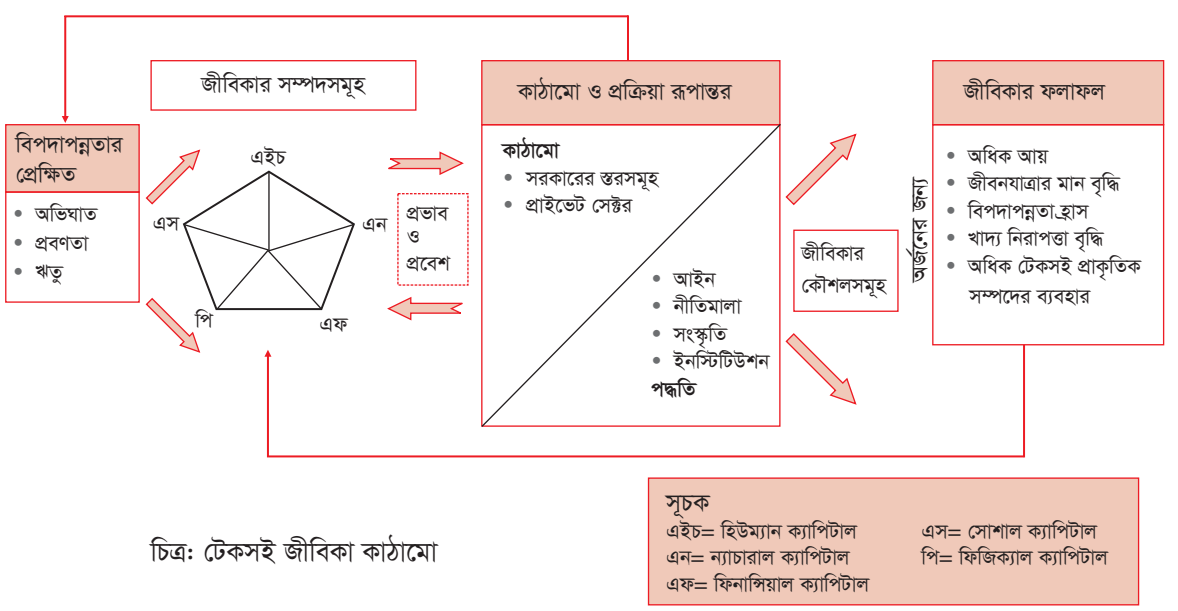

চিত্র: টেকসই জীবিকা কাঠামো

এই কাঠামো যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরে তা হল-

- জীবিকার জন্য জনগণ এখন কী করছে (জীবিকা, সুযোগ ও সক্ষমতা)?
- মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার পথে কোন নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শ সহায়ক বা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে (কাঠামো ও প্রক্রিয়া)?
- কোন অভিঘাত, ধারা বা প্রবণতা জনগণের জীবিকা ও মর্যাদা রক্ষায় সহায়তা করছে বা বাধা দিচ্ছে (বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিত)?
- জনগণের সক্ষমতা ও সুযোগগুলো কী ও জীবিকার উন্নয়নে তারা কী করতে পারে (জীবিকার কৌশল সমূহ)?
- জনগণ কতদূর পর্যন্ত টেকসই জীবিকা অর্জন করতে পেরেছে?

আলোচনা সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যমুখী রাখার একটা ভালো উপায় হল সম্পদের মানচিত্র আঁকার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএর কাজ শুরু করা। ক্রিশ্চিয়ান এইড এই মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে উপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিম্নবর্ণিত ক্রম অনুসারে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেয়।

১) বিপদাপন্নতা প্রেক্ষিত (তাদের প্রধান সমস্যা কী এবং কেন);

২) সক্ষমতা (তাদের কী আছে যা তাদেরকে সমস্যা মোকাবেলা করতে সাহায্য করে);

৩) কাঠামো ও প্রক্রিয়া (ভিতরে বা বাইরে আর কোন কাঠামো বা দল আছে কিনা যা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে);

৪) ফলাফল (গ্রামবাসীর জন্য সব থেকে ভালো অবস্থা কী হতে পারে; উন্নতমানের জীবনযাত্রার রূপরেখা কী হতে পারে);

৫) জীবিকার কৌশল (আদর্শ অবস্থানে যাওয়ার জন্য কী করা হচ্ছে, আরও কী করা যেতে পারে)।

উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়ক প্রশ্ন

- পিভিসিএ ক্রিশ্চিয়ান এইড এর কোন কর্মসূচির সাথে জড়িত?
- ঐ কর্মসূচীর অভিষ্ট জনগোষ্ঠী কারা? তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট কী?
- জনগোষ্ঠীর জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগঝুঁকিসহ, ঝুঁকিগুলো কী?
- জনগোষ্ঠীর কোন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ঐ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ও এর অভিষ্ট ফলাফল কী?
- পিভিসিএ কিভাবে ঐ সমস্যা সমাধানে ও অভিষ্ট ফলাফল লাভে সাহায্য করতে পারে?
- পিভিসিএ অনুশীলনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মাঝে কী প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হবে?

জনগোষ্ঠী নির্বাচনে সহায়ক প্রশ্ন

- পিভিসিএ অনুশীলনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী কতজন পাওয়া যেতে পারে?
- পিভিসিএ অনুশীলনের জন্য কী পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ আছে?
- অনুশীলন কত বিশদভাবে করা হবে ও কত দিন ধরে চলতে পারে?
- জনগোষ্ঠীতে কি ধরণের প্রবেশগম্যতা[3] দরকার?
- জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো অনুশীলনের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?
- জনগোষ্ঠীতে নারীর অবস্থান কী?
- জনগোষ্ঠীর সাথে ক্রিশ্চিয়ান এইড ও সহযোগী সংস্থার সম্পর্ক কিরূপ?

[3] Accessibility

সম্ভাব্য টুলসের তালিকা

মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য

সারণি ১: সম্ভাব্য টুলস

পিভিসিএ'র বিষয় ও উদ্দেশ্য	জানার বিষয়	প্রস্তাবিত টুলস
এলাকা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করা ও জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করা	এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছপালা, মাটির ধরণ, জমির ব্যবহার, ফসল, আবাসনের ধরণ, পানির উৎস ও ব্যবহার কিরূপ?	এলাকা পরিভ্রমণ
আলোচনা সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোবদ্ধ করার জন্য জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও ঝুঁকিগুলো নির্ণয় করা	স্থানীয় সম্পদের প্রকৃতি ও প্রাপ্যতা কিরূপ এবং এলাকায় কী সম্পদ, সেবা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো আছে ও এলাকার ঝুঁকিগুলো কী?	সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র
বিপদাপন্নতা প্রেক্ষিত (প্রধান সমস্যা কী ও কেন) সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর ধারণা জানা	• প্রধান আপদগুলো কী যা জনগোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে হয়? • আপদগুলো কিভাবে জনগোষ্ঠীর উপর (যৌথভাবে ও বিশেষ দল হিসাবে) প্রভাব ফেলে? • আপদের ধরণ ও প্রভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা? • জনগোষ্ঠী কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে?	আপদের ঋতুপঞ্জিকা আপদ প্রবণতা বিশ্লেষণ
জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা (কী আছে যা তাদের সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করে) সম্পর্কে জানা	• জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও সম্পদসমূহ (প্রাকৃতিক; ভৌত কাঠামো; আর্থিক সম্পদ; সামাজিক সম্পর্ক; মানবিক সম্পদ) কী? • জনগোষ্ঠীর সক্ষমতাগুলো আপদের ঝুঁকি কতটুকু কমাতে পারে? • বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচী বা প্রক্রিয়াগুলো কী?	জীবিকার ঋতুপঞ্জিকা সক্ষমতা ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স
কাঠামো ও প্রক্রিয়া (ভিতরে বা বাইরে আর কোন কাঠামো বা দল আছে কিনা যা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে) সম্পর্কে জানা	• জনগোষ্ঠীর কাছে কোন কার্যক্রম বেশি গুরুত্ববহ? • বিভিন্ন সেবায় মানুষের প্রবেশগম্যতা কিরূপ? • এগুলো কিভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে? • উন্নত জীবনযাত্রার রূপরেখা কী হতে পারে?	ফোর্সফিল্ড এনালাইসিস
ফলাফল (জনগোষ্ঠীর জন্য সব থেকে ভালো অবস্থা কী হতে পারে) সম্পর্কে জানা	• আদর্শ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা কী বা গ্রাম সম্পর্কে তাদের স্বপ্ন কী? • বিদ্যমান কৌশল ও সুযোগগুলো কী?	স্বপ্ন মানচিত্র
জীবিকার কৌশল (আদর্শ অবস্থানে যাওয়ার জন্য কী করা হচ্ছে, আরও কী করা যেতে পারে) সম্পর্কে জানা	• অভীষ্ট ফলাফল অর্জনে বিদ্যমান কৌশল কতটুকু কার্যকর ও এগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা কী? • সম্ভাব্য বিকল্প কৌশল ও সুযোগ কী আছে? • সম্ভাব্য বিকল্প কৌশল ও সুযোগ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ও তার সুবিধা ও অসুবিধা কী?	ম্যাট্রিক্স (জীবিকার কৌশল ও কার্যকারিতা)

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় দিন।
- নিজের ভুল স্বীকার করুন।
- অনুমতি ছাড়া ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণ করা থেকে বিরত থাকুন।

সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন

- নিশ্চিত হোন স্থানটি অংশগ্রহণমূলক আলোচনার জন্য উপযোগী।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করুন।
- আলোচনার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে, প্রত্যেকে নির্দেশাবলী ও প্রশ্নাবলী বুঝতে পেরেছে।
- আলোচনায় যারা কম অংশগ্রহণ করছে তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন।
- কোন অবস্থাতেই আপনার মতামতকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।

সাবলীল ও মার্জিত সম্ভাষণে শেষ করুন

- পরবর্তী পদক্ষেপ কী তা ব্যাখ্যা করুন।
- ফলাফল কিভাবে যাচাই করা হবে তা জানান।
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিভিসিএ টুলসের ব্যবহার

টুলস ভিত্তিক অলোচনার ধাপ

টুলস ব্যবহার করে শুধু একটা চিত্র তৈরি করাই উদ্দেশ্য নয় বরং টুলসের মাধ্যমে বিষয়গুলো দৃশ্যমান করে বিশদভাবে জেনে নেওয়াই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। একটি বিষয় বা বিষয়ের অংশবিশেষ জানার জন্য একটি টুল ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি টুল অনুশীলনের কয়েকটি ধাপ আছে। ধাপগুলো হল-

ধাপ ১	তথ্য সংগ্রহ ও দৃশ্যমান করা
ধাপ ২	প্রধান সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিত করা
ধাপ ৩	সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান
ধাপ ৪	সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয় কাজ
ধাপ ৫	পিভিসিএ হতে প্রাপ্ত তথ্য সংকলনের কাজ

ধাপ ১ঃ তথ্য সংগ্রহ ও দৃশ্যমান করা

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে সুবিধাজনক একটা স্থান বেছে নেওয়া।
- স্বাগত জানিয়ে বিষয় বা প্রশ্নগুলো ও নির্দিষ্ট টুলস ব্যাখ্যা করা।
- তারা কী করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।
- সকলে যাতে অংশ নেয় তা উৎসাহ দেওয়া।
- মনোযোগ সহকারে অলোচনা শোনা ও নোট নেওয়া।
- প্রস্তুতকৃত চিত্র, ছক বা সারণিটি ব্যাখ্যা করতে বলা।
- একটা বড় কাগজে চিত্র, ছক বা সারণিটি অনুলিপি[৪] করা।
- অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী ধাপে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

ধাপ ২ঃ প্রধান সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিত করা

প্রক্রিয়া

- প্রস্তুতকৃত চিত্র, ছক বা সারণিটি দেখিয়ে এর ভিত্তিতে প্রধান সমস্যাগুলো কী তা আলোচনা করতে বলা।
- সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে ও প্রধান সমস্যা বেছে নিতে বলা।
- এই সমস্যাগুলোর প্রতিটির সম্ভাব্য কারণ কী তা আলোচনা করে বের করতে বলা।
- মনোযোগ সহকারে অলোচনা শোনা ও নোট নেওয়া।
- সকলে একমত হলে নিচের সারণিতে সমস্যা ও তার কারণগুলো লেখা।
- অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী ধাপে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

সারণি ২- প্রধান সমস্যা ও তার কারণ

সমস্যার সম্ভাব্য কারণ	
সমস্যা	**কারণ**

[৪]Copy

ধাপ ৩ঃ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

প্রক্রিয়া

- প্রধান সমস্যা ও তার কারণ সারণিটিতে দেখিয়ে এর ভিত্তিতে প্রতিটি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে তা আলোচনা করে বের করতে বলা।
- মনোযোগ সহকারে অলোচনা শোনা ও নোট নেওয়া।
- সকলে একমত হয়ে নিচের সারণিতে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান লেখা।
- অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী ধাপে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

সারণি ৩ - প্রধান সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান	
সমস্যা	**সমাধান**

ধাপ ৪ঃ সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয় কাজ

প্রক্রিয়া

- সম্ভাব্য সমাধানের সারণিটি দেখিয়ে এর ভিত্তিতে প্রতিটি সম্ভাব্য সমাধানে কী কাজ করতে হবে তা আলোচনা করে বের করতে বলা।
- কাজগুলোর প্রতিটার ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে কী করতে পারে ও বাইরের কী সহায়তা লাগবে তা আলোচনা করে বের করতে বলা।
- মনোযোগ সহকারে অলোচনা শোনা ও নোট নেওয়া।
- সকলে একমত হলে নিচের সারণিতে কাজগুলো লেখা।
- অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করা।

সারণি ৪- সমস্যা সমাধানে করণীয় কাজ

সমস্যা	করণীয় কাজ/ সমাধান	জনগোষ্ঠী নিজেরাই করতে পারে	বাইরের সহায়তা দরকার

ধাপ ৫ঃ পিভিসিএ হতে প্রাপ্ত তথ্য সংকলনের কাজ

প্রক্রিয়া

- কমিউনিটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পর নিম্নের সারণি অনুযায়ী তথ্যগুলোকে সংকলন করতে হবে।

সারণি ৫- পিভিসিএ হতে প্রাপ্ত ফলাফল সংকলন সারণি- জীবিকায়ন

বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিত	জীবিকার সম্পদ/সক্ষমতা	কাঠামো ও প্রক্রিয়া	জীবিকা কৌশল	জীবিকায় ফলাফল
সামাজিক ক্ষমতা কাঠামো - - ভৌতকাঠামো - - অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - - প্রাকৃতিক পরিবেশ - -	মানবিক - - প্রাকৃতিক - - অর্থনৈতিক - - সামাজিক - - ভৌত	প্রতিষ্ঠান (সরকারী ও বেসরকারী) *পারিবারিক পর্যায়ে* - - কমিউনিটি পর্যায়ে - - জাতীয় পর্যায়ে - - আন্তর্জাতিক পর্যায়ে - - প্রক্রিয়া (আইন, নীতিমালা, সংস্কৃতি, বিধিবিধান) - -	বিকল্প জীবিকার কৌশল - - ক্ষতিকর জীবিকার ব্যবস্থা - - প্রাপ্য সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার - -	আয় বৃদ্ধি - - জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি - - বিপদাপন্নতা হ্রাস - - খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি - - টেকসই সম্পদ ব্যবহার - -

সাারণি ৬- পিভিসিএ হতে প্রাপ্ত ফলাফল সংকলন সারণি- বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

উপাদান	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
সামাজিক ভৌত অর্থনৈতিক পরিবেশগত মানবিক প্রাকৃতিক		

পিভিসিএর জন্য সম্ভাব্য টুলস

টুলসঃ এলাকা পরিভ্রমণ

এলাকার প্রেক্ষাপট জানার জন্য এলাকা পরিভ্রমণ একটি কার্য্যকর পদ্ধতি। এই পরিভ্রমণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ফোকাস গ্রুপ (Focus Group) গঠনে ও সংলাপ পরিচালনার কাজে লাগে। এর মাধ্যমে সহায়ক কর্মী এলাকার জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন যা পরবর্তী ধাপগুলো সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

জানার বিষয়

এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, গাছপালা, মাটির ধরণ, ভূমির ব্যবহার, ফসল, আবাসনের ধরণ, পানির উৎস ও ব্যবহার।

সহায়ক প্রশ্ন

- এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য কিরূপ?
- এলাকায় কত ধরণের গাছপালা (ফলদ, বনজ, ভেষজ) আছে?
- এলাকায় মাটির প্রকৃতি ও রকম কী?
- কি কি কাজে জমি ব্যবহার (চাষাবাদ, মাছ চাষ, বনায়ন, ইটভাটা) করা হয়?
- এলাকায় কী ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়?
- এলাকায় ঘরবাড়ি কী ধরণের ও অবস্থা কিরূপ?
- এলাকায় পানির উৎস কী ও কিভাবে পানি সংগ্রহ করা হয়?

প্রক্রিয়া

- স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এলাকার একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে আরেকটি নির্দিষ্ট স্থানে সরাসরি ভ্রমণের জন্য বেছে নিতে হবে।
- স্থানীয় ৬-৮ জন ব্যক্তিকে নিয়ে নির্ধারিত পথে যেতে হবে এবং নির্ধারিত প্রশ্ন অনুযায়ী আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।
- এলাকা পরিভ্রমণকালে সহায়ক অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও আলাপচারিতার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।
- পরিভ্রমণের সময় এলাকার বিপদাপন্ন অংশের বর্তমান অবস্থা কেমন সেদিকে বেশি নজর দিতে হবে এবং ঐ এলাকার পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তা জেনে নিতে হবে।
- পরিভ্রমণ শেষ হওয়ার পর সংগৃহীত তথ্যসমূহ স্থানীয় সঙ্গীদের সাথে বিনিময় করতে হবে যাতে তারা যুক্তিসংগত সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন।
- পরিভ্রমণ শেষে একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এই প্রতিবেদন থেকে কার্য্যকর সহায়তার জন্য সাধারণ প্রস্তুতির দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ: এলাকা পরিভ্রমণ

ভূমি ব্যবহার	ফসলের জমি	খাল	খালের পাড়	পুকুর	বসতি	রাস্তা	ফসলের জমি
গাছপালা							
প্রাণিসম্পদ							
অবকাঠামো							
. . . . .							

ছবির উৎস: সিআরএ গাইডলাইন, সিডিএমপি

টুলসঃ মানচিত্র

জনগোষ্ঠী তাদের চারপাশের পরিবেশের বিশদ জ্ঞান সদ্ব্যবহারের কারণে মানচিত্র খুব শক্তিশালী একটি টুল। সম্পদের অবস্থানের বিশদ দৃষ্টিগোচর উপস্থাপনা এই বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনুভূতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়। এটা কোন স্কেলে মাপা হয় না। স্কেল পরিহার করার কারণে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ ও সেবায় জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা বাস্তবভাবে ফুটে ওঠে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের মানচিত্র যেমন, সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র, সামাজিক মানচিত্র, স্বপ্ন মানচিত্র আঁকা যেতে পারে।

সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

সম্পদ মানচিত্রের উদ্দেশ্য হল একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন: নদ-নদী, ভূমি, গাছপালা ইত্যাদির অবস্থা ও এলাকার ঝুঁকি অনুধাবন করা।

পিভিসিএ'র বিষয় - জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলো নির্ণয় করা।

জানার বিষয়

স্থানীয় সম্পদের প্রকৃতি ও প্রাপ্যতা কিরূপ, এলাকায় কী সম্পদ, সেবা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো আছে এবং ঝুঁকি আছে?

সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান ও অবস্থা দৃষ্টিগোচর করে ও এলাকার ঝুঁকিসমূহ উপস্থাপন করে, যেমন:

- জলাভূমি, নদী, খাল, বিল, পুকুর, সেচের উৎস, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;
- বন, গাছপালা ও বিভিন্ন প্রজাতি;
- ফসল ও শস্য বৈচিত্র, উৎপাদনের মাত্রা;
- জমির ধরণ, চড়াই-উৎরাই;
- জমির ব্যবহার, অধিকার, সীমানা, মালিকানা:
- এলাকার ঝুঁকিসমূহ ও এলাকার কোন কোন অংশ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তা চিহ্নিত করা।

সহায়ক প্রশ্ন

- এলাকায় কোন সম্পদ বেশি আছে আর কোনগুলো কম?
- সকলেরই কি জমি আছে?
- জনগোষ্ঠীতে নারী কি জমি ব্যবহার করতে পারে?
- দরিদ্র পরিবারগুলো কি ব্যবহারের জন্য জমি পায়?
- খাবার পানির উৎস কী ও পরিবারের কে পানি আনে?
- জ্বালানী কিভাবে সংগ্রহ করা হয় ও কে করে?
- যাতায়াত ব্যবস্থা কিরূপ?
- কোন কোন আপদে এলাকার কোন অংশ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের এলাকার প্রধান সম্পদ কি কি তা মানচিত্রে আঁকতে বলা।
- তারা কী উপকরণ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক তা তাদের বেছে নিতে ও প্রতিটি সম্পদ ও ঝুঁকি দেখানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন ঠিক করতে বলা।
- যদি কোন তথ্য প্রয়োজন হয় তবে, প্রক্রিয়াকে ব্যহত না করে সহায়ক প্রশ্নের মাধ্যমে তা মানচিত্রে চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করা।
- মানচিত্র আঁকা শেষ হলে ব্যাখ্যা করতে বলা ও একটি বড় কাগজে নিখুঁতভাবে মানচিত্রটির অনুলিপি তৈরী করা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয়) এর অনুশীলন করা।

স্বপ্ন মানচিত্র

স্বপ্ন মানচিত্র জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খা দৃশ্যমান করে। আন্যান্য মানচিত্র থেকে এর পার্থক্য হল, জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে নিজেদের জীবন জীবিকা কিরূপ দেখতে চায় এতে তা ফুটে ওঠে। এতে তারা কী চায় শুধু তা-ই নয় বরং সমস্যা নিরসনে তাদের যে সম্ভাবনা আছে তাও উন্মোচিত হয়। সাথে সাথে এর উপর নির্ভর করে তারা পরিবর্তনের জন্য যে সকল পরিকল্পনা দরকার তারও সূচনা করতে পারে।

পিভিসিএ'র বিষয় -অভিষ্ট ফলাফল।

জানার বিষয়

জনগোষ্ঠীর জন্য সব থেকে ভালো অবস্থা কী হতে পারে?

সহায়ক প্রশ্ন

- জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনযাত্রার রূপরেখা কী হতে পারে?
- আদর্শ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা কী?
- নিজের গ্রাম ও জীবন সম্পর্কে তাদের স্বপ্ন কী?
- কোন প্রক্রিয়া ও উপাদান তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হতে পারে?
- স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা কী ভূমিকা রাখতে পারে?
- বাস্তবায়নের অগ্রগতি বোঝার জন্য তাদের সূচকগুলো কী?

প্রক্রিয়া

স্বপ্ন মানচিত্র আঁকার ধাপগুলো হল-

- অংশগ্রহণকারীদের তাদের বর্তমান অবস্থা দেখানোর জন্য একটি মানচিত্র আঁকতে বলা।
- বর্তমান অবস্থার মানচিত্র আঁকা হলে, ঐ মানচিত্রে চিহ্নিত প্রত্যেকটি বিষয় ভবিষ্যতে তারা কিরূপ দেখতে চায় তা চিহ্নিত করে আরও একটি মানচিত্র আঁকতে বলা।
- এরূপ, দুইটি মানচিত্র পাশাপাশি রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করতে বলা-
  - বর্তমান পরস্থিতিতে সমস্যাগুলো কী ও তার কারণসমূহ;
  - ভবিষ্যত কালের অভিষ্ট পরস্থিতি কী ও কিভাবে তা বাস্তবে রূপ পেতে পারে;
  - প্রক্রিয়া ও উপাদানগুলো কী যা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রভাব রাখে;
  - স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা কী হতে পারে;
- তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রগতি বোঝার কোন কোন সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে তা বলতে বলা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয়) এর অনুশীলন করা।

উদাহরণ- স্বপ্ন মানচিত্র

টুলসঃ ঋতুপঞ্জিকা

জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কাজ, সুযোগ, সমস্যা, আপদ যা বছরের বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় তা দৃশ্যমান করতে ঋতুপঞ্জিকা তৈরি করা হয়। এটি বছরের বিভিন্ন সময়ে জনগোষ্ঠী কি কি ধরণের জীবিকার উপর নির্ভর করে কিংবা তারা এই জীবিকা অর্জনের পথে বছরের বিভিন্ন সময়ে কি কি ধরণের আপদের সম্মুখীন হয় তা পঞ্জিকা আকারে তুলে আনে। সাধারনত দুই ধরণের ঋতুপঞ্জিকা ব্যবহার করা হয়।

১. আপদের ঋতুপঞ্জিকা
২. জীবিকার ঋতু পঞ্জিকা

আপদের ঋতুপঞ্জিকা

একটি সারণির মাধ্যমে এলাকার প্রধান আপদগুলো কী, কখন দেখা দেয়, কতদিন স্থায়ী হয় তা এর মাধ্যমে দৃশ্যমান করে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পিভিসিএ'র বিষয় - বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিত।

জানার বিষয়

- জনগোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে হয় এমন আপদগুলো কী?
- আপদগুলো কিভাবে জনগোষ্ঠীর উপর (যৌথভাবে ও বিশেষ দল হিসাবে) প্রভাব ফেলে?

সহায়ক প্রশ্ন

- আপদগুলো প্রতি বছরই হয় নাকি মাঝে মাঝে হয়?
- কারা কোন আপদের ফলে বেশি ভুক্তভোগী হয়, কেন তারা বেশি ভুক্তভোগী হয়?
- বেশি সংখ্যক মানুষ বছরের কোন সময়ে আপদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
- আপদের ফলে ভুক্তভোগীদের জীবিকায় কি ধরণের প্রভাব পড়ে?
- ঐতিহাসিকভাবে আপদগুলোর প্রবণতায় কি কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে?

প্রক্রিয়া

- জনগোষ্ঠী সাধারণত যে সব আপদের মুখোমুখি হয় আলোচনা করে সেগুলোর গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরী করতে বলা।
- তেরো কলামের একটা সারণি তৈরী করে প্রথম সারিতে দ্বিতীয় কলাম থেকে বছরের মাসগুলো ক্রম অনুসারে উল্লেখ করতে ও প্রথম কলামের দ্বিতীয় সারি থেকে নিচের দিকে আপদগুলো উল্লেখ করতে বলা।
- আপদের প্রকোপ বোঝানোর জন্য কোন নির্দেশক চিহ্ন (যেমন, বীজ বা নুড়ি) ঠিক করতে বলা।
- এরপর, একটি কলাম ধরে বছরের যে মাসে আপদের প্রকোপ যেরূপ থাকে, কম বা বেশি সংখ্যক নির্দেশক চিহ্ন/ দিয়ে দেখাতে বলা।
- এইভাবে, এক এক করে সবগুলো আপদের প্রকোপ দেখাতে বলা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করনীয়) এর অনুশীলন করা।

উদাহরণঃ- আপদের ঋতু পঞ্জিকা

আপদের নাম	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা			oo	ooooo ooo	ooooo	ooo						
নদী ভাঙন			oo			ooo						
খরা	oooo	ooo										ooo
ঝড়												
শৈত্যপ্রবাহ									ooo			

জীবিকার ঋতু পঞ্জিকা

একটি সারণির মাধ্যমে এলাকার প্রধান আয়মূলক কাজগুলো কী, বছরের কোন সময়ে এই কাজগুলো থাকে ও কতদিন স্থায়ী হয় তা এর মাধ্যমে দৃশ্যমান করে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পিভিসিএ'র বিষয় - জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা।

জানার বিষয়

জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা কী আছে যা তাদের সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করে?

সহায়ক প্রশ্ন

- জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ ও নারী জীবিকার জন্য কী কাজ করে?
- পুরুষ ও নারীর কাজের কোন বিভাজন আছে কিনা?
- বছরের কোন সময়ে কাজের অভাব দেখা দেয়?

প্রক্রিয়া

এটি আপদের ঋতু পঞ্জিকার মতোই হবে তবে, এক্ষেত্রে আয়মূলক কাজগুলোর তালিকা করে প্রথম কলামের দ্বিতীয় সারি থেকে নিচের দিকে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতি কাজের সারিতে কোন মাসে কী পরিমাণ কাজ থাকে তা চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জীবিকা বোঝানোর জন্য আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ - জীবিকার ঋতু পঞ্জিকা

জীবিকার নাম	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষিকাজ ??? ?	×	×	×× ??	×× ????	× ??			×◊	××◊◊	×◊	?	?? ?
দিনমজুরি	×◊	×◊	×	×	×			×◊	×◊	×◊	??	? ? ?
?? মাছ ধরা	×		×◊	×◊	?		??	??				
রিকশা/ ভ্যান চালানো	×× ??	×× ??	× ?	× ?	×× ??	×× ??	×× ??	×× ??	×× ??	×× ??	×× ??	×× ??
দোকানদারি	××	××	×	×??	××	××	××	××	××	××	××	××

পুরুষ- ×
নারী- ◊

টুলসঃ আপদের প্রবণতা বিশ্লেষণ

আপদের প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, সময়ের সাথে সাথে আপদগুলোর ধরণ ও প্রভাবের কী পরিবর্তন হচ্ছে তা দেখানো যায়।

জানার বিষয়

আপদের ধরণ ও প্রভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা?

সহায়ক প্রশ্ন

- সময়ের সাথে সাথে আপদের মৌসুম, ধরণ, স্থায়ীত্ব ও প্রভাবের পরিবর্তনগুলো কী?
- কোন ঝুঁকিগুলো মারাত্মক হয়ে উঠছে খুঁজে বের করা।
- আপদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কোন যোগসূত্র আছে কী?
- অতীতের কোন কাজের ফলে বর্তমানে আপদের হুমকি বাড়ছে কিনা?
- ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কী পদক্ষেপ বা কী ধরণের পরিবেশ দরকার?

প্রক্রিয়া

- বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে আপদের সূচকগুলো (যেমন, আপদের মৌসুম, পৌনঃপুনিকতা, স্থায়ীত্ব, প্রভাব) বের করতে ও প্রতিটা সূচক দৃশ্যমান করার জন্য একটা করে নির্দেশক চিহ্ন ঠিক করতে বলা।
- এরপর তাদেরকে বর্তমান সময় থেকে বিগত তিন দশককে দশ বছর মেয়াদ ধরে ভাগ করে, প্রতি ভাগকে দৃশ্যমান করার জন্য একটি চিহ্ন ঠিক করতে বলা (বছর হিসাবে ভাগ করা জটিল মনে হলে কয়েকটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন-৮৮ সলের বন্যা, ৯৮ সালের বন্যা, ২০০৭ সালের সিডর ও বর্তমান সময় হিসাবে ভাগ করা যেতে পারে)।
- অংশগ্রহণকারীদের বড় করে একটি ছক আঁকতে বলুন; ছকের স্তম্ভের উপর থেকে নিচে ঘটনাগুলো ঐতিহাসিক ক্রম হিসাবে ও ছকের প্রথম সারিতে বাম থেকে ডানে আপদগুলো চিহ্নিত করতে বলা।
- এবার, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটা সূচক ব্যবহার করে বর্তমান আপদ পরিস্থিতি দেখাতে বলা।
- এরপর, অনুরূপভাবে প্রত্যক কালে আপদ পরিস্থিতি দেখাতে বলা।
- ছকটা একটা কাগজে এঁকে রাখা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয়) এর অনুশীলন করা।

উদাহরণ - আপদের প্রবণতা বিশ্লেষণ

সময় (দশক)	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	ঘূর্ণিঝড়	শৈত্যপ্রবাহ
২০১০-২০০১	●●▲	●▲	●●▲▲	●●●▲▲▲▲	●●▲▲
২০০০-১৯৯১	●●●▲▲	●▲	●●▲▲	●●▲▲▲	●▲
১৯৯০-১৯৮১	●●●●▲▲▲	●▲	●▲	●▲	●▲

মাত্রা- ●
ক্ষয়ক্ষতি- ▲

টুলসঃ ম্যাট্রিক্স

ম্যাট্রিক্স একটি ছক যার দ্বারা এক ধরণের উপাদানগুলোর সাথে আরেক ধরণের উপাদানগুলোর প্রতিটার পারস্পরিক তুলনা দেখানো যায়।

উদাহরণ: জীবিকাকৌশল ও বিপদাপন্নতার ম্যাট্রিক্স, সক্ষমতা ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি।

সক্ষমতা ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স

পিভিসিএ'র বিষয় -জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও সম্পদসমূহ।

সক্ষমতা ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতার প্রতিটি উপাদান ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রে কতটা সহনশীল[৫] ও আপদ মোকাবেলায় কী পরিমাণে সক্ষম তা দেখা হয়।

জানার বিষয়

জনগোষ্ঠীর সক্ষমতাগুলো আপদের ঝুঁকি কতটুকু কমাতে পারে?

সহায়ক প্রশ্ন

- সক্ষমতা ও সম্পদগুলো (প্রাকৃতিক, ভৌত কাঠামো, আর্থিক, সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক সম্পদ) কী?
- এগুলো আপদের ঝুঁকিতে কী পরিমাণ সহনশীল?
- এগুলো আপদের ঝুঁকি কতটুকু কমাতে পারে?

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও সম্পদগুলো (প্রাকৃতিক, ভৌত কাঠামো, আর্থিক, সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক সম্পদ) কী তা আলোচনা করে বের করতে ও একটি ছকে সর্ববামের কলামে উপর থেকে নিচে উল্লেখ করতে বলা।
- এরপরে তাদেরকে আপদ বা আপদের ঝুঁকিগুলো কী তা বের করে ছকের প্রথম সারিতে বাম থেকে ডানে উল্লেখ করতে বলা।
- তাদের সক্ষমতা ও সম্পদের আপদ ঝুঁকি মোকাবেলার শক্তি বোঝানোর জন্য একটা নির্দেশক চিহ্ন ঠিক করতে বলা।
- এরপর, ছকের প্রতি সারি ধরে প্রতিটি ঘরে নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করে ঐ সক্ষমতা/সম্পদ দুর্যোগ মোকাবেলায় কতটা সমর্থ (সহনশীল) তা দেখাতে বলা (সহনশীলতা বেশি হলে বেশি বার চিহ্ন দিতে হবে)।
- অংশগ্রহণকারীদের কাজের এই অংশ শেষ হলে ছকটি ব্যাখ্যা করতে বলা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করনীয়) এর অনুশীলন করা।

উদাহরণ - সক্ষমতা ম্যাট্রিক্স

সম্পদ	আপদ				
	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	ঘূর্ণিঝড়	শৈত্যপ্রবাহ
বন	√		√	√	
রাস্তা	√				
ঘর-বাড়ি	√			√	
স্কুল ঘর	√			√	
কারিগরী দক্ষতা	√	√			

সূচক: √; এক থেকে পাঁচ এর মানদন্ডে; শক্তির মাত্রা বোঝানোর জন্য ক্রমান্বয়ে বেশি সংখ্যক চিহ্ন ব্যবহার করা হবে ও ঝুঁকি মোকাবেলার শক্তি না থাকলে চিহ্ন ব্যবহার করা হবেনা।

[৫] Resilient

জীবিকাকৌশল ও বিপদাপন্নতার ম্যাট্রিক্স

এই ম্যাট্রিক্সে জীবিকাকৌশল বিপদাপন্নতা কমাতে কতটা কার্যকর তা দেখা হয়।

পিভিসিএ' বিষয় - জীবিকার কৌশল।

জানার বিষয়

আদর্শ অবস্থানে যাওয়ার জন্য কী করা হচ্ছে, আরও কী করা যেতে পারে।

সহায়ক প্রশ্ন

- বিদ্যমান কৌশল ও সুযোগগুলো কী?
- অভীষ্ট ফলাফল অর্জনে বিদ্যমান কৌশল কতটুকু কার্যকর ও এগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা কী?
- সম্ভাব্য বিকল্প কৌশল ও সুযোগ কী আছে?
- সম্ভাব্য বিকল্প কৌশল ও সুযোগ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ও তার সুবিধা ও অসুবিধা কী?

প্রক্রিয়া

এই ম্যাট্রিক্স সক্ষমতা ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্সের মতই, তবে এখানে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য জীবিকা কৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয় ও সেগুলো দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে কতটা কার্যকর তা দেখা হয়।

উদাহরণ- জীবিকাকৌশল ম্যাট্রিক্স

জীবিকার কৌশল	আপদ				
	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	ঘূর্ণিঝড়	শৈত্যপ্রবাহ
কৃষি					√
পশুপালন		√	√		√
মাছ চাষ ও আহরণ					
দিনমজুরি					
অভিগমন					
ক্ষুদ্র ব্যবসা					
কারিগরি পেশা					

সূচক: √; এক থেকে পাঁচ এর মানদণ্ডে; জীবিকার কৌশলগুলো আপদে কতটুকু কার্যকর তা বোঝানোর জন্য ক্রমান্বয়ে বেশি সংখ্যক চিহ্ন ব্যবহার করা হবে ও ঝুঁকি মোকাবেলার শক্তি না থাকলে চিহ্ন ব্যবহার করা হবেনা।

টুলসঃ ফোর্সফিল্ড বিশ্লেষণ

কোন সমস্যাকে প্রভাবিত করে এমন ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তিকে চিহ্নিত করার একটি কৌশল হল ফোর্সফিল্ড বিশ্লেষণ। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় যেমন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন কিংবা আত্ম-উন্নয়নের কাজে একে ব্যবহার করা হয়।

পিভিসিএ'র বিষয় - কাঠামো ও প্রক্রিয়া।

জানার বিষয়

জনগোষ্ঠীর ভিতরে বা বাইরে আর কোন কাঠামো বা দল আছে কিনা যা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে?

সহায়ক প্রশ্ন

- বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচী বা প্রক্রিয়াগুলো কী?
- জনগোষ্ঠীর কাছে কোন কার্যক্রম বেশি গুরুত্ববহ?
- বিভিন্ন সেবায় মানুষের প্রবেশগম্যতা কিরূপ?
- এগুলো কিভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে?

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের বর্তমান অবস্থা (যেমন, জীবিকার অবস্থা বা দুর্যোগ বিপদাপন্নতা), যার উপর বিভিন্ন শক্তি ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা আলোচনা করতে বলা।
- এই প্রভাবক শক্তিগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি ছোট কার্ডে উপস্থাপনের জন্য চিত্রিত করতে বলা; ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তির জন্য ভিন্ন রং এর কার্ড বা ভিন্ন ধরণের চিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বড় একটি কাগজের মাঝ বরাবর একটি আড়াআড়ি রেখা টেনে রেখার উপরের দিকে সহায়ক শক্তিগুলিকে এবং নিচের দিকে প্রতিবন্ধক শক্তিগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে বলা, যাতে শক্তির গুরুত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট কার্ডটি আড়াআড়ি রেখার কাছে বা দূরে থাকে (শক্তির প্রভাব বেশি হলে রেখার কাছে থাকবে আর শক্তির প্রভাব কম হলে তা রেখা থেকে দূরে থাকবে)।
- প্রক্রিয়ার এই অংশ শেষ হলে, জিজ্ঞাসা করুন, তাদের তৈরী চিত্রকল্পটা সন্তোষজনক হয়েছে কিনা।
- এরপর, প্রতিটি শক্তির প্রভাব পরিবর্তন করা নেতিবাচক শক্তির প্রভাব কমানো ও ইতিবাচক শক্তির প্রভাব জোরদার করার জন্য বাস্তবসম্মত কি কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করা।
- এগুলো ছোট ছোট কার্ডে লিখতে বা চিত্রিত করতে বলা; এই কার্ডগুলোও গুরুত্ব অনুসারে নির্ধারিত শক্তির কাছাকাছি বা দূরে থাকবে।
- চিত্রটি একটি কাগজে এঁকে রাখা।
- এরপর, ধাপ ২ (প্রধান সমস্যাগুলো ও তার কারণ) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৩ (সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান) এর অনুশীলন করা।
- ধাপ ৪ (সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করণীয়) এর অনুশীলন করা।

উদাহরণ - ফোর্সফিল্ড বিশ্লেষণ: জনগোষ্ঠীর জীবিকার পথে সহায়ক ও প্রতিবন্ধক শক্তিসমূহ

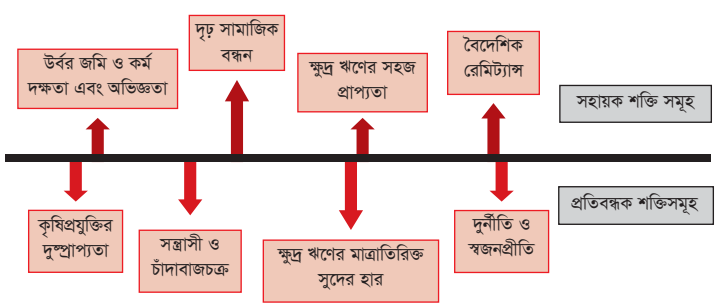

তৃতীয় অধ্যায়

জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা

পিভিসিএ অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল একটি জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা। বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে যে তথ্য, উপাত্ত ও বিশ্লেষণ করা হয় তা এই পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে জনগোষ্ঠী এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবে।

প্রক্রিয়া

পিভিসিএ অনুশীলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। এই টাস্কফোর্স-

- প্রতিটি টুলভিত্তিক অনুশীলনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে, যথাক্রমে, যে সমস্যাগুলো ও তার কারণ, সম্ভাব্য সমাধান ও সমাধানের জন্য যে সকল করণীয়গুলো পাওয়া গেছে তা পর্যালোচনা করবে ও সেগুলোর গুরুত্ব, কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতার নিরিখে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে সমস্যাগুলো বেছে নিয়ে একটা তালিকা তৈরী করবে।
- এরপর, সমাধানের জন্য করণীয়গুলোর কোনগুলো জনগোষ্ঠী নিজস্ব সক্ষমতার দ্বারা করতে পারবে ও কোনগুলো করার জন্য বাইরের কোন সংগঠনের সহায়তা লাগবে তা নির্ধারণ করবে।
- এরপর, নিচের ছক অনুযায়ী কার্যক্রমের একটি তালিকা তৈরী করবে।

ছক অনুযায়ী (সারণি ৫) কর্ম তালিকাটি প্রস্তুত করার পরে টাস্কফোর্স জনগোষ্ঠীর একটা মিটিং এ এই প্রস্তাবিত কর্মতালিকা আলোচনা করবে। এই মিটিং এ প্রস্তাবটির অনুমোদন পাওয়া গেলে, স্থানীয় রীতি অনুসারে একটি অনুষ্ঠান করে জনগোষ্ঠী এই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

ফলোআপ

কর্মপরিকল্পনার উপর ফলোআপের কাঠামো নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে, ফলোআপ থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এতে রয়েছে-

ক) আরও অনুসন্ধান- প্রস্তাবিত অনেক কাজ শুরু করার জন্য আরও তথ্য লাগতে পারে; যেমন, নতুন ধরণের ফসল প্রবর্তন করার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দরকার হতে পারে। এগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

খ) কাজের বিস্তারিত বিবরণ- কর্মপরিকল্পনায় কাজগুলো মোটাদাগে উল্লেখ থাকতে পারে; যেমন, 'রাস্তা বরাবর পয়োঃনালা নির্মাণ'। ঠিকমত বাস্তবায়ন করতে হলে এই মোটাদাগের কাজগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে।

গ) জবাবদিহিতার ব্যবস্থা- পিভিসিএ'র মাধ্যমে তৈরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জবাবদিহিতা খুবই জরুরি। এরজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে সবাইকে জানাতে হবে ও সবার ফিডব্যাক নিতে হবে।

ঘ) পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও শিখনে ঐক্যমত- কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ জরুরি। এর জন্য, কোন কোন বিষয় দেখা হবে, কিভাবে দেখা হবে ও কে এই কাজটা করবে তা ঠিক করতে হবে। মূল্যায়ন কবে ও কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে এবং শিখনের বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।

ঙ) নিয়মিত পর্যালোচনা- সময়ের সাথে পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তন হতে পারে; তাছাড়া, নতুন তথ্য গোচরে আসতে পারে। ফলে, কর্মপরিকল্পনায় রদবদল দরকার হতে পারে। এজন্য, কাজের অগ্রগতি ও পরিকল্পনা নিয়মিত পর্যালোচনা করা বিশেষ জরুরি।

সারণি ৫ঃ জনগোষ্ঠীর কর্ম পরিকল্পনা

চিহ্নিত সমস্যা	সমস্যার কারণ	সমস্যা সমাধানে করণীয়	জনগোষ্ঠী নিজস্ব সক্ষমতায় কী করতে পারে?	বাইরের (এনজিও/ সরকারি) কী সাহায্য দরকার?	কাজের দায়িত্ব কে নেবে?	সময়

চ) অন্যদের দলে আনা- পিভিসিএ'তে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্য অনেকেরই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখতিয়ার বা আগ্রহ থাকতে পারে। তাই, তাদেরকেও সপক্ষে আনা দরকার। বিশেষ করে, স্থানীয় সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও এলাকায় কর্মরত এনজিও'র প্রতিনিধিদের কর্ম পরিকল্পনা জানানো ও এ বিষয়ে তাদের সাথে মত বিনিময় করা দরকার।

প্রতিবেদন প্রণয়নের চেকলিস্ট

প্রতিবেদনে কমপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো থাকতে হবে।

বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি প্রেক্ষিত

- জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যাগুলো কী? এর মূল কারণ কী ও এই সমস্যার প্রভাব কী?
- এই সমস্যা কি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দলের উপর একইভাবে প্রভাব ফেলে? কারা সব চেয়ে বেশি বিপদাপন্ন? এরা কিভাবে পিভিসিএ অনুশীলনে জড়িত ছিল?
- এলাকার ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার ইতিহাস কিরূপ? এটি কি ঋতুভিত্তিক? এটি কি অবকাঠামোগত বা কোন সামাজিক বিষয়ের সাথে জড়িত?
- জলবায়ু পরিবর্তন ও জনগোষ্ঠিতে এর প্রভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ বা রাজনৈতিক কারণে নতুন কোন ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে কি?
- জনগোষ্ঠীতে প্রভাব বলয় কিভাবে কাজ করে? কারা দরিদ্র, বঞ্চিত ও বিপদাপন্ন, এবং কেন?

সক্ষমতা ও জীবিকা সম্পদ

- কিভাবে জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে/ তাদের আয়ের উৎস কী? কিভাবে লোকেরা খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি পেতে পারে? এতে কী তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়?
- জনগোষ্ঠীর সদস্যরা কী সঞ্চয় করতে বা সম্পদ জমাতে পারে? এর উপর ঝুঁকি বা বিপদাপন্নতার প্রভাব কিরূপ? সময়ের সাথে এর কী কোন হেরফের হয়েছে?
- জলবায়ু পরিবর্তন ও বিদ্যমান অভিযোজন সক্ষমতাগুলো কী?
- জীবন ধারণের জন্য কি ধরণের সম্পদ ব্যবহার করা হয় (যেমন- জ্ঞান, জমি, পানি, প্রাণী সম্পদ, যন্ত্রপাতি, ঋণ, আত্মীয়তা, স্বনির্ভর দল)? সময়ের সাথে এর কি কোন হেরফের হয়েছে?
- ঋণ কি সহজেই পাওয়া যায়? ঋণ পরিশোধ কি সহজসাধ্য? জনগোষ্ঠী কি ঋণ পরিশোধে দরকষাকষি করতে পারে? সময়ের সাথে এর কি কোন হেরফের হয়েছে?
- জনগোষ্ঠীর সদস্যদের কী সক্ষমতা রয়েছে? কী ধরণের দক্ষতা, জ্ঞান, অর্থব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে?
- জনগোষ্ঠীতে কী ধরণের বাজার আছে? এই বাজার কি ঠিকমত কাজ করে? কোথায় তার পণ্য বা শ্রম বিক্রি করে? তারা কিরূপ দাম পায়? কোথা থেকে তারা পণ্য কেনে? সরবরাহ চেইনে[৭] কোথায় লাভ বা লোকসান বেশি? কোথায় সমস্যা/ সুযোগ রয়েছে? লোকজনের কি ধরনের পণ্য/ সেবা দরকার?

কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা

- বাইরের ও ভিতরের কোন কোন প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামোর সাথে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে? এদেরকে প্রভাবিত করার কোন ভূমিকা বা ক্ষমতা কি জনগোষ্ঠীর আছে? এসব কাঠামোর সাথে উপরোল্লেখিত সমস্যাগুলোর কোন সম্পর্ক আছে কি?
- কোন আইন বা নীতিমালার সাথে উপরোল্লেখিত সমস্যাগুলোর সম্পর্ক আছে?
- শাসন কাঠামো কিভাবে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সাথে জড়িত?
- বেসরকারী খাত[৮] কিভাবে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সাথে জড়িত? বেসরকারী খাত এবং জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

যোগাযোগ ও জবাবদিহিতা

- সংস্থা ও প্রকল্প সম্পর্কে জনগোষ্ঠী কী তথ্য পেতে চায় ও কিভাবে তা পেতে চায়?
- ফিডব্যাক ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগোষ্ঠী কী চাহিদা ব্যক্ত করেছে?

[৭]Supply Chain: series of processes in supplying product. a series of processes involved in supplying a product to someone. -**Wikipedia**
[৮]Private Sector: the part of a free market economy that is made up of companies and organizations that are not owned or controlled by the government-**Wikipedia**

গ্রন্থপঞ্জি

Action Aid, '*Participatory Vulnerability Analysis: A step–by–step guide for field staff*'.

CDMP, '*A Facilitators Guidebook for Community Risk Assessment and Risk Reduction Action Plan*'.

Christian Aid, '*Good Practice Guide: Participatory Vulnerability and Capacity Assessments (PVCA)*', October 2010.

Christian Aid, *Strengthening Climate Resilience: Climate SMART Disaster Risk Management*, 2010

Oxfam-GB, '*Participatory Capacities and Vulnerabilities Assessments: Finding the Link between Disasters and Development*', 2002.

W. Kalibo, Kimberly E. Medley, '*Participatory resource mapping for adaptive collaborative management at Mt. Kasigau*', Kenya Humphrey, March 2007. http://www.wlbcenter.org/drawer/journalclub/Kalibo_2007.pdf

কেয়ার বাংলাদেশ, '*গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও একতা সদস্যদের জন্য সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল*', অক্টোবর ২০১০।

কেয়ার বাংলাদেশ, '*ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ-হ্যান্ডআউট*', মার্চ ২০০৭।

সেভ দি চিলড্রেন এলায়েন্স, '*দুর্যোগ-ঝুঁকি ও প্রতিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*', মে ২০০৮।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, রেসপন্স এ্যান্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যাকটিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) এই গুড প্র্যাকটিস গাইড অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ) বাংলা সংস্করণ তৈরি করেছে। এই গুড প্র্যাকটিস গাইডটি মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ এই সহায়িকাটি প্রণয়ন করেছে। এই সহায়িকাটি প্রণয়নে যারা অবদান রেখেছেন বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ এর দোলন যোসেফ গমেজ, নিরাপদ-এর জাহিদ হোসেন, কাজী সাহিদুর রহমান, হাসিনা আক্তার মিতা, মেহেদী হাসান শিশির এবং এস. এম. শিহাবুল ইসলামকে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

POVERTY

ক্রিশ্চিয়ান এইড একটি উন্নয়ন সংস্থা যার প্রচেষ্টা হলো বিশ্বকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যেখানে সকলেই দারিদ্রমুক্ত এক পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করবে।

আমরা বিশ্বব্যাপী নিগুঢ় পরিবর্তনের জন্য কাজ করি যা দারিদ্রের কারণগুলো নির্মূল করে এবং বিশ্বাস ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমতা, মর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের বৃহৎ আন্দোলনে আমরাও অংশীদার।

দারিদ্রের প্রভাব ও এর মূল কারণগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে বৃহত্তর চাহিদা বিবেচনায় আমরা অত্যাবশ্যক, ব্যবহারিক ও কার্যকর সহায়তা প্রদান করি।

আরো তথ্য জানতে ভিজিট করুন-www.christianaid.org.uk
অথবা যোগাযোগ করুন- **ক্রিশ্চিয়ান এইড,** ১০/১৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

Christian Aid is a Christian organisation that insists the world can and must be swiftly changed to one where everyone can live a full life, free from poverty.

We work globally for profound change that eradicates the causes of poverty, striving to achieve equality, dignity and freedom for all, regardless of faith or nationality. We are part of a wider movement for social justice.

We provide urgent, practical and effective assistance where need is great, tackling the effects of poverty as well as its root causes.

For more information please visit- www.christianaid.org.uk
Or contact - **Christian Aid,** 10/17 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh.

ইউকে নিবন্ধিত চ্যারিটি নাম্বার ১১০৫৮৫১, কোম্পানি নাম্বার ৫১৭১৫২৫ স্কটল্যান্ড চ্যারিটি নাম্বার এসসি ০৩৯১৫০
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড চ্যারিটি নাম্বার এক্সআর ৯৪৬৩৯, কোম্পানি নাম্বার এনআই ০৫৯১৫৪
আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র চ্যারিটি নাম্বার সিএইচওয়াই ৬৯৯৮, কোম্পানি নাম্বার ৪২৬৯২৮
১০০ শতাংশ পুনর্ব্যবহৃত কাগজে ছাপা
ক্রিশ্চিয়ান এইড এর নাম এবং লোগো ক্রিশ্চিয়ান এইড এর ট্রেডমার্ক;
Poverty Over ক্রিশ্চিয়ান এইড এর ট্রেডমার্ক.
© ক্রিশ্চিয়ান এইড মার্চ ২০১২

UK registered charity number 1105851 Company number 5171525 Scotland charity number SC039150
Northern Ireland charity number XR94639 Company number NI059154 Republic of Ireland charity number CHY 6998 Company number 426928
Printed on 100 per cent recycled paper
The Christian Aid name and logo are trademarks of Christian Aid;
Poverty Over is a trademark of Christian Aid.
© Christian Aid March 2012

christian aid

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster
nirapad